যুগান্তর

20 JAN 2017

রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনা

অন্বেষা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ বন্ধের নির্দেশ

মুসতাক আহমদ

রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করায় ময়মনসিংহের অন্বেষা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসককে (ডিসি) এ সংক্রান্ত নির্দেশের চিঠি পাঠানো হয়। ঢাকায় বনানীতে প্রতিষ্ঠানটির একটি ক্যাম্পাস আছে। এটি সরকারি অনুমোদন ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছিল।

- বাংলাদেশ নয়, পাকিস্তানের ইতিহাস পড়ানো হয়
- মোনায়েম খানের নামের আগে লেখা হয় 'শহীদ'
- সরকারি অনুমোদন নেই
- পাকিস্তানের পতাকার আদলে স্কুলের মনোগ্রাম

অন্বেষা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি আদর্শ লালন, বাংলাদেশের পরিবর্তে পাকিস্তানের ইতিহাস পড়ানো, একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত স্বাধীনতাবিরোধী মোনায়েম খানের নামে প্রতিষ্ঠানটি উৎসর্গ করা এবং রাষ্ট্রীয় কোনো বিধি-বিধান অনুসরণ না করার অভিযোগ উঠে। এসব অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় মন্ত্রণালয়। সংশিষ্ট সূত্রে জানা গেছে এসব তথ্য।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুকাদ আহমদ যুগান্তরকে বলেন, সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসকের কাছে একটি অভিযোগ জমা পড়ে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসন তদন্ত কমিটি গঠন করে। তিন সদস্যের ওই কমিটি গত সপ্তাহে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করে। তাতে এ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগ প্রমাণিত হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় মন্ত্রণালয়। তিনি আরও বলেন, এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের কোনো সংস্থা থেকে অনুমোদন নেয়া হয়নি। এটি অবৈধভাবে চলছিল। ■ পৃষ্ঠা ১৮ : কলাম ৬

অন্বেষা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ বন্ধের নির্দেশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ময়মনসিংহের ডিসিকে দেয়া মন্ত্রণালয়ের চিঠিতে বলা হয়, 'অন্বেষা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজের কোনো অনুমোদন না থাকায় এবং প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।'

সূত্র জানায়, রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনার অভিযোগে স্কুলটির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে ময়মনসিংহে মিছিল-সমাবেশও হয়। এছাড়া ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসকের কাছে ২ অক্টোবর একটি স্মারকলিপি দেন স্থানীয়রা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মুহাম্মদ আবদুল লতিফকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অপর সদস্যরা হলেন— জেলা শিক্ষা অফিসার মো. রফিকুল ইসলাম ও ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. ইউনুছ ফারুকী। নভেম্বরে ওই তদন্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতার পরের বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে পড়ানো হয় না। তবে স্বাধীনতার আগের অর্থাৎ পাকিস্তান আমলের ইতিহাস শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয়। যদিও তদন্ত কমিটির কাছে এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও মোনায়েম খানের মেয়ে নাসরীন খান দাবি করেছেন, প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ক্যামব্রিজের সিলেবাস পড়ানো হয়।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, প্রতিষ্ঠানের প্যাড, খাতা একাডেমিক ক্যালেন্ডারসহ অন্যান্য দাফতরিক কাগজপত্রে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মোনায়েম খানের নামের আগে 'শহীদ' লেখা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রামে পাকিস্তানের পতাকার আদলে চাঁদ-তারা দেয়া হয়েছে। এতে লেখা আছে 'ডেটিকেটেড টু দ্য মেমোরি অব শহীদ গভর্নমেন্ট আবদুল মোনায়েম খান এইচপিকে।' প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ তদন্ত কমিটির কাছে লিখিতভাবে বিষয়টি স্বীকার করে বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধকালীন তার বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। এজন্য নামের আগে 'শহীদ' লেখার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। এছাড়া 'চাঁদ নতুন দিগন্ত ভোরের শুরু'র প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে তিনি তদন্ত কমিটিকে জানান। প্রতিষ্ঠানটি তার বাবাকে উৎসর্গ করা হয়েছে বলে মোনায়েম খানের মেয়ে দাবি করেন।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, প্রতিষ্ঠানে জাতীয় দিবস পালন না করারও প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি। যদিও তদন্ত কমিটির কাছে দাবি করা হয়েছে, জাতীয় দিবস পালন করা হয়। এ দাবির পক্ষে প্রমাণ হাজির করতে গিয়ে জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে বলে তদন্ত কমিটির কাছে মনে হয়েছে। কারণ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, নববর্ষসহ অন্য অনুষ্ঠানের ছবিগুলোকে জাতীয় দিবস পালনের ছবি বলে তদন্ত কমিটির কাছে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়। বিষয়টি ধরা পড়লে জাতীয় দিবসে প্রতিষ্ঠানে ছুটি থাকায় দিবসগুলো পালন করা হয় না বলে স্বীকার করেন অধ্যক্ষ। তবে ক্লাস চলাকালীন দিবসগুলো পালনের দাবি করেন তিনি।

প্রতিষ্ঠানের আইনগতভিত্তি সম্পর্কে অধ্যক্ষ দাবি করেছেন, সরকারি নিবন্ধনের জন্য ২০০৭ সালের ৬ মার্চ আবেদন করলেও নিবন্ধন দেয়া হয়নি। তবে নিবন্ধের শর্ত পূরণ না হওয়ার প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি। প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, সেশন ও টিউশন ফি নির্ধারণে কোনো নীতিমালা মানা হয় না বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, অন্বেষা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সব শাখা একইভাবে পরিচালিত হয়। ঢাকা ও ময়মনসিংহের উভয় শাখা একই কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত। প্রতিষ্ঠানের কমিটি, অধ্যক্ষ, পরিচালকসহ সবাই মোনায়েম খানের বংশধর। ১৯৯৬ সালে ময়মনসিংহে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ৪০ জন শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত ও ২৫৮ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। আর ঢাকায় বনানী কবরস্থান সড়কে মোনায়েম খানের বাড়ির পূর্বপাশে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলটি অবস্থিত। এর নাম অন্বেষা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

মোনায়েম খান হচ্ছেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী মোনায়েম খান ১৯৭১ সালের ১৩ অক্টোবর বনানীর বাড়িতে মুক্তিবাহিনীর গুলিতে আহত হন। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।